International Journal of Applied Research 2021; 7(6): 296-303

**ISSN Print:** 2394-7500
**ISSN Online:** 2394-5869
**Impact Factor:** 8.4
IJAR 2021; 7(6): 296-303
www.allresearchjournal.com
Received: 07-04-2021
Accepted: 09-05-2021

**Subrata Kumar Manna**
Research Scholar, Department of Sanskrit, University - Seacom Skills University, West Bengal, India

**Corresponding Author:**
**Subrata Kumar Manna**
Research Scholar, Department of Sanskrit, University - Seacom Skills University, West Bengal, India

# মালতীমাধব – একটি যথার্থ প্রকরণ

**Subrata Kumar Manna**

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রীয় পরিভাষা অনুসারে এবং আলংকারিকদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ভবভূতি রচিত 'মালতীমাধব' রূপকটি একটি প্রকরণ। প্রকৃতপক্ষে মালতীমাধব প্রকরণ পর্যায় ভুক্ত কিনা তা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিবেচনা করা হল আমার এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।তাই আলংকারিক তথা নাট্যশাস্ত্রীয় তথ্যানুসন্ধানে প্রয়াসী হয়ে মালতীমাধবের প্রকরণত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করব।

মূলতঃ কাব্যকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়- শ্রব্য ও দৃশ্যকাব্য । সাহিত্যদর্পণ অনুসারে দৃশ্যকাব্যকে রূপক নামে অভিহিত করা হয়।সেই রূপক খ্যায় দশবিধ । এই দশ প্রকার রূপকের মধ্যে প্রকরণ অন্যতম । প্রকরণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন-

> ভবেৎ প্রকরণে বৃত্তং লৌকিকং কবিকল্পিতম্।
> শৃঙ্গারোহৌ নায়কস্ত্ত বিপ্রোহমাত্যোহবা বণিক্।
> সাপায়ধর্মকামার্থপরো ধীরপ্রশান্তকঃ।। (১)

প্রকরণ শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যে বৃত্ত বা নাটকীয়বৃত্তান্ত বা গল্প হবে লৌকিক অর্থাৎ লোকখ্যাত বিষয় এবং তা হবে কবিকল্পিত কাহিনী । অর্থাৎ মর্ত্যলোকে পরিচিত কোন ঘটনার কবিকল্পনার রঙ চড়িয়ে তার ইতিবৃত্ত রচনা করবেন । নাটকের ক্ষেত্রে ইতিবৃত্ত বা আখ্যানকে হয় বিখ্যাত পুরাণাশ্রিত । অথচ প্রকরণে তা হবে কবিকল্পিত । দৃশ্যকাব্যের ইতিবৃত্ত সাধারণতঃ তিন প্রকার হয়ে থাকে। 'নাট্যচন্দ্রিকায় রূপগোস্বামী তাই বলেছেন-

> ''ইতিবৃত্তং ভবেৎ খ্যাতং ক্লৃপ্তং মিশ্রমিতি ত্রিধা। শাস্ত্রপ্রসিদ্ধং খ্যাতং স্যাৎ ক্লৃপ্তং কবি বিনির্মিতম্''।

নাটকের ইতিবৃত্ত খ্যাত এবং প্রকরণের ইতিবৃত্ত ক্লৃপ্ত। মর্তলোকের কোন অধিবাসীর জীবনকথা নিয়ে গড়ে উঠবে প্রকরণ। দশরূপকেও প্রকরণের ইতিবৃত্তকে উৎপাদ্যং এবং লোকসংশ্রয়ম্ হতে হবে বলে কথিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ নাট্যশাস্ত্রাচার্য ভরতও তাঁর নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন-

"যন্নাটকে ময়োক্তং বস্তু শরীরং চ বৃত্তিভেদাশ্চ।
তত্ প্রকরণেহপি কার্য্যং কেবলমুৎপাদ্যং বস্তু স্যাৎ"।। (২)

প্রকরণের রস হবে শৃঙ্গার।দশরূপকেও 'শৃঙ্গার এব 'শব্দের দ্বারা কেবল শৃঙ্গার রসই যে অঙ্গী রস হবে তা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এছাড়া প্রকরণের নায়ক যেমন ব্রাহ্মণ জাতীয় চরিত্র হতে পারে, তেমনি অমাত্য বা বণিক জাতীয় চরিত্রও হতে পারে। সাহিত্যদর্পণের বৃত্তিতে বিশ্বনাথ দেখিয়েছেন যে বিপ্র নায়কের উদাহরণ হল- শূদ্রক বিরচিত মৃচ্ছকটিক প্রকরণ। আরঅমাত্য নায়কের উদাহরণ প্রসঙ্গে 'মালতীমাধব'এবং বণিক নায়কের উদাহরণ "পুষ্পভূষিত"।

প্রকৃতপক্ষে 'মালতীমাধব' প্রকরণের নায়ক মাধব চরিত্র অমাত্য নয়। সে অমাত্যের পুত্র। তবে পণ্ডিতদের মতানুসারে অমাত্য পদের দ্বারা অমাত্যপুত্রকে ও বুঝতে হবে। কারণ প্রকরণের অঙ্গী রস হল শৃঙ্গার, নায়ক যদি অল্পবয়স্ক হয় তবেই শৃঙ্গার রসের পরিপুষ্টি ঘটে। আর রাজার অমাত্য হতে গেলে পরিণত বুদ্ধির পরিচয় দিতে হয়, অল্প বয়সের পক্ষে সাধারণতঃ অমাত্য হওয়া সম্ভব নয়। আবার অধিক বয়স্ক অমাত্য হলে তার পক্ষে শৃঙ্গার রসের পরিপূর্ণতা দেখানও সম্ভব নয়। তাই অমাত্য পদের দ্বারা অমাত্য পুত্র বা ভাবী অমাত্যকে ধরতে হবে।

নাটক বা নাটিকার নায়কের মত প্রকরণের নায়ক ধীরোদাও বা ধীরললিত শ্রেণীর হবে না। প্রকরণের নায়ক ধীরপ্রশান্ত শ্রেণীর হবে। এই শ্রেণীর নায়কের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে- "সামান্যগুনৈর্ভূয়ান্ দ্বিজাদিকো ধীরপ্রশান্তঃ স্যাৎ"।

এছাড়া এর নায়ক' সাপায় ধর্মকামার্থপর' হবে। অর্থাৎ যা অপায় বা বিনাশের সাথে যুক্ত, তাকে সাপায় বলা হয়। অর্থাৎ যা বিনাশশীল হবে। এই বিনাশশীল ধর্ম বা দানাদি কর্মের অনুষ্ঠান বা ধনাদি অর্জন অনুষ্ঠানে যার কামঃ বা কামনা প্রধানভাবে প্রকাশ পায়। এইরূপ নায়ক হবে।অর্থাৎ প্রকরণের নায়ক অবিনাশী শাশ্বত মোক্ষের জন্য ধাবিত হবে না, কামনা করবে না, সে বিনাশশালী ধর্নসম্পদ অর্জনে ব্যাপৃত হবে অথবা ভোগ্যবস্তুতে আসক্ত হবে। অর্থাৎ এককথায় বলা হয় যে প্রকরণের নায়ক হবে ভোগী এবং তার জন্য বিঘ্নসঙ্কুল পথের যাত্রী। দশরূপকার ধনঞ্জয়ও বলেছেন-*"সাপায়ধর্মকামার্থ তৎ পরম্"।*

প্রকরণ সম্পর্কে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে-

"বিপ্রবণিক সচিবানাং পুরোহিতামাত্য সার্থবাহানাম্।
চরিতং যত্রৈকবিঘ্নং জ্ঞেয়ং তত্ প্রকরণং নাম।।
নোদাওনায়ককৃতং ন দিব্যচরিতং ন রাজসংভোগঃ।
বাহ্যজনসংপ্রযুক্তং জ্ঞেয়ং তত্ প্রকরণম্"।।(৩)

অতএব সমস্ত দিক বিবেচনা করে টীকাকার হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ প্রকরণের লক্ষণ করেছেন-

"কবিকল্পিত লৌকিকবৃত্তান্তমূলত্বে সতি ক্ষয়িষ্ণুধর্মকামার্থপরায়ণ ধীরপ্রশান্তলক্ষণ বিপ্রামাত্যবণিগন্যতম- নায়কবচ্ছৃঙ্গার প্রধানদৃশ্যকাব্যত্বং প্রকরণত্বমিতি"। (৪)

সাহিত্যদর্পণ অনুসারে প্রকরণের নায়িকা হবে কুলজা শ্রেণীর। প্রকৃতপক্ষে কুলজা কথার অর্থ হল কুলস্ত্রী বা

কুলাঙ্গনা। এই কুলাঙ্গনা স্বকীয়াও হতে পারে আবার পরকীয়াও হতে পারে। পরকীয়া হলে সে বেশ্যা হবে না।তাই বিশ্বনাথ প্রকরণের নায়িকার স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন-

নায়িকা কুলজা ক্বাপি বেশ্যা ক্বাপি দ্বয়ং ক্বচিত্।
তেন ভেদাস্ত্রয়স্তস্য তত্র ভেদস্তৃতীয়কঃ।।
কিতব দ্যূতকারাদি-বিট-চেটকসংকুলঃ।(৫)

দশরূপকেও বলা হয়েছে কুলজা অভ্যন্তরা। পুষ্পভূষিতের নায়িকা কুলজা শ্রেণীর। এখানে একজনই নায়িকা, সে কুলাঙ্গনা। টীকাকার ধনিক তার দশরূপকের টীকায় প্রকরণটির নাম বলেছেন 'পুষ্পভূষিতক'। কোন প্রকরণের নায়িকা হবে বেশ্যা শ্রেণীর। তবে পণ্ডিতেরা 'বেশ্যা' শব্দটির বিশ্লেষণ নানাভাবে করেছেন। বেশেবেশ্যাবাটেভবা-বেশ্যা।অর্থাৎ যেনারীবেশ্যাপল্লীতে থাকে, তাকে বেশ্যা বলে। 'বেশ' শব্দের অর্থ বাসস্থান বা বাড়ি, কালক্রমে অর্থসংকোচনের মাধ্যমে এখন অর্থ দাঁড়িয়েছে বেশ্যালয়। আবার অনেকে বলেছেন" বেশোভৃতিঃসোহস্যাজীবনমস্তি ইতি বেশ্যা"।বেশ্যা শব্দের বর্তমান অর্থ গণিকা।এই বেশ্যা বিভিন্ন কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী হবে।গায়িকা বেশ্যা প্রকরণের নায়িকা হবে বলে ধনঞ্জয় মনে করেন- "নায়িকা তু দ্বিধা নেতুঃ কুলস্ত্রী গায়িকা তথা"। তবে বেশ্যা নায়িকা হয়েছে এমন প্রকরণের নাম হল তরঙ্গবৃত্ত। কুলস্ত্রী এবং বেশ্যা উভয় শ্রেণীর নায়িকা রয়েছে এরূপ প্রকরণ হল মৃচ্ছকটিক। এখানে কুলাঙ্গনা ধূতা এবং বেশ্যা বসন্তসেনা (নায়িকা) উভয়ই নায়িকা।নায়িকার বিভাগ অনুযায়ী প্রকরণকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। কুলস্ত্রী যেখানে নায়িকা হয়, তার নাম শুদ্ধ প্রকরণ। বেশ্যা বা গণিকা যেখানে নায়িকা হয়, তার নাম ধূর্ত প্রকরণ এবং বেশ্যা ও কুলস্ত্রী উভয়ই সেখানে নায়িকা হয় তার নাম মিশ্র বা সংকীর্ণ প্রকরণ। এই সংকীর্ণ প্রকরণে কিতব বা ধূর্ত, দ্যূতকার যারা বাজি রেখে পাশা খেলা করে, তাদের জুয়াড়ী বলে। এইরূপ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় সংকীর্ণ প্রকরণে। এই শ্রেণীর প্রকরণে বিট, চেটক, শকার প্রভৃতি শ্রেণীর চরিত্রও থাকে। এইসব চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার জন্য দশরূপকের টীকায় ধনিক মৃচ্ছকটিককে সংকীর্ণ প্রকরণ বলেছেন-

"কিতবদ্যূতকারাদি ধূর্ত্তসংকুলং তু মৃচ্ছকটিকাদিবত্ সংকীর্ণং প্রকরণমিতি"। (৬)

এছাড়া প্রকরণের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নাটকের মত ইহবে। যেমন অঙ্ক সংখ্যা পাঁচ থেকে দশ এর মধ্যে হবে। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে ভাস রচিত 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ' এর অঙ্ক সংখ্যা চারটি হওয়া সত্ত্বেও অলংকারিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এটি একটি প্রকরণ শ্রেণীর রূপক। এছাড়া প্রকরণে চার প্রকার বৃত্তের মধ্যে কৌশিকী বৃত্তি থাকবে। অর্থাৎ যে বৃত্তি সূক্ষ্মবসন-ভূষণে সুন্দর, স্ত্রীলোকযুক্ত, বহুনৃত্য-গীত সমন্বিত, কাম উপভোগের উপাচারে সমৃদ্ধ অর্থাৎ শৃঙ্গারের উদ্দীপক। প্রসঙ্গতঃ কৌশিকী বৃত্তির লক্ষণ হল-

"যা শ্লক্ষ্ননেপস্য বিশেষচিত্রা
স্ত্রীসংযুক্তা যা বহুনৃত্যগীতা।
কামোপভোগপ্রভবোপচারা

তাং কৈশিকীং বৃত্তিমুদাহরন্তি'' *(৭)*

এছাড়া নাটকের অন্যান্য বিষয়গুলি যেমন প্রবেশক, বিস্কম্ভক, চূলিকা, সন্ধি প্রভৃতি প্রকরণেও থাকবে। প্রকরণ হবে পঞ্চসন্ধি সমন্বিত। তবে প্রকরণ হবে প্রধানতঃ বস্তুবাদী (Realistic)। প্রকরণের সঙ্গে নাটকের যেমন মিল রয়েছে তেমনি কিছু কিছু বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। নাটকের বৃত্তান্ত হবে 'ইতিহাসোদ্ভবম্ 'অথচ প্রকরণ হবে মর্ত্যলোকে পরিচিত কোন ঘটনার উপর কল্পনার রঙ চড়িয়ে। নাটকের ইতিবৃত্ত হবে 'খ্যাত'। প্রকরণের ইতিবৃত্ত হবে ক্লৃপ্ত অর্থাৎ মর্ত্যলোকের কোন অধিবাসীর জীবন অবলম্বনে রচিত। ধনঞ্জয় তাই প্রকরণের ইতিবৃত্তকে 'উৎপাদ্যম্'এবং 'লোকসংশ্রয়ম্ 'হতে হবে বলেছেন। নাটকে যেমন শৃঙ্গার, বীর বা শান্তরসের যে কোনো একটি অঙ্গিরস হতে পারে, প্রকরণের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় না। এখানে কেবল শৃঙ্গারই অঙ্গিরস হবে। নাটকের নায়কধর্ম বা মোক্ষ কামী হতে পারে এবং চতুরবর্গের যে কোনো একটি নাটকের ফল হতে পারে, কিন্তু প্রকরণের নায়ক হবেন "সাপায়ধর্মকামার্থপরঃ"। তিনি বিনাশশীল ধনসম্পদ বা ভোগ্যবস্তুতে আসক্ত হন। তাই ভরতাচার্য বলেছেন-

''নোদাত্তনায়কৃতং ন দিব্যচরিতং ন রাজসংভোগঃ।
বাহ্যজনসংপ্রযুক্তং জ্ঞয়ং তত্ প্রকরণম্''।। *(৮)*

নাটকের নায়ক হবেন "দিব্যোহথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্নায়কো মতঃ" অথচ প্রকরণের নায়ক ব্রাহ্মণ জাতীয় বা অমাত্য বা বণিক্জাতীয় হতে পারে। নায়ক ব্রাহ্মণ হলেও তার ব্রহ্মশক্তির কথা এখানে বর্ণিত হয় না। যেমন-মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্তের ক্ষেত্রে ঘটেছে। অমাত্য নায়ক ও বণিক নায়কের উদাহরণ যথাক্রমে মালতীমাধব ও পুষ্পভূষিত ।

এছাড়া প্রকরণের নামকরণ হবে নায়কের নামানুসারে। যথা মালতীমাধব। কিন্তু নাটকের নামকরণ হয় গর্ভিতার্থ প্রকাশক। যথা-রামাভ্যুদয়। তবে টীকাকারেরা এই ব্যাপারে বিশ্বনাথের সঙ্গে একমত হন নি। তাঁরা বলেন- "এতত্তু প্রায়িকম্"। মৃচ্ছকটিকের নামকরণই চারুদত্ত বা বসন্তসেনার নামানুসারে হয় নি।

নাটকের নায়ক হন ধীরোদাও প্রকৃতির কিন্তু প্রকরণের নায়ক হবেন ধীরপ্রশান্ত শ্রেণির। আবার প্রকরণের নায়িকার যত বৈচিত্র্য থাকে, নাটকে তা থাকে না। কারণ এর নায়িকা সৎকুল জাতা, বেশ্যা বা উভয়েই হতে পারে। যেখানে বেশ্যা নায়িকা থাকে সে ক্ষেত্রে কিতব, দ্যূতকার, বিট, চেট প্রভৃতি পাত্রের সঙ্গে যোগ থাকবে। অঙ্কসংখ্যা নাট্যাঙ্গ নাট্যালংকার ইত্যাদি বা কী সবই নাটকও প্রকরণের ক্ষেত্রে সমানভাবেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে ।

অতএব পার্থক্যটি এইরূপ-

এখন প্রকরণ ও নাটিকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি বিবেচনা করা হচ্ছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দশ প্রকার রূপকের কথা বলা হলেও নাটিকা সহ এগার প্রকার রূপকের লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে। তবে ভরত নাটিকাকে স্বতন্ত্র রূপকের মর্যাদা দেন নি। তিনি নাটিকাকে নাটক ও প্রকরণের মিশ্ররূপ বলে উল্লেখ করেছেন। শারদাতনয় তাঁর 'ভাবপ্রকাশন 'গ্রন্থে এবং বিশ্বনাথ তাঁর' সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে নাটিকাকে উপরূপকের শ্রেণীভূক্ত করেছেন। উপরূপকের তালিকায়

প্রথমটি নাটিকা। তাই মধ্যমনি ন্যায়ে একে রূপকের শ্রেণীতে অর্ন্তভুক্ত করা যায়। প্রথম উল্লেখঃ মধ্যমনিন্যায়। আর দশরূপকার ধনঞ্জয় নাটিকাকে সংকীর্ণ আখ্যায় চিহ্নিত করেছেন

"লক্ষ্যতে নাটিকাপ্যত্র সংকীর্ণন্য নিবৃত্তয়ে"।

কেউ কেউ সংকীর্ণ উপরূপকের নাটিকা এবং প্রকরণিকা নামক দুটি পৃথক ভেদ স্বীকার করেও রূপকের স্বতন্ত্র ভেদরূপে প্রকরণিকার উল্লেখ করেছেন। নাটক ও প্রকরণের সংযোগ বশতঃ দৃশ্যকাব্যের যে দুটি ভেদ সৃষ্টি হয়, ভরত সেগুলিকে 'নাটী' নামে অভিহিত করেছেন। তবে বৃত্তিকার ধনিক এই মতের বিরোধী। তিনি প্রকরণিকাকে পৃথক ভেদরূপে স্বীকৃতি দিতে রাজী নন। কারণ আচার্য ভরত কোন স্থলে প্রকরণিকার নাম এবং লক্ষণ উল্লেখ করেন নি। তাছাড়া প্রকরণ ও প্রকরণিকার স্বাজাত্য বশতঃ উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রকরণিকার কথাবস্তু, রস এবং নায়ক প্রকরণের বস্তু, রসও নায়কেরই অনুরূপ ।

নাটক এবং প্রকরণ- এই দুই শুদ্ধ রূপকের লক্ষণের সমন্বয়ে নাটিকার লক্ষণ সিদ্ধ হয়। তবুও নাটিকার পৃথক লক্ষণ নির্দেশের মাধ্যমে এটাই জ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ত্রোটকাদি উপরূপকের মধ্যে নাটিকাকে অন্তর্ভুক্ত করাই বাঞ্ছনীয়। বৃত্তিকার ধনিক নাটিকাকে সংকর জাতীয় রূপক বলে অভিহিত করেন। কারণ এর কাহিনী প্রকরণের অনুরূপ। অর্থাৎ প্রকরণের মত নাটিকার কাহিনীও কবিকল্পিত। আবার এর নায়ক নাটকের নায়কের সমগুণসম্পন্ন। বস্তুতঃ নাটিকার নায়ক হবেন কোন প্রখ্যাত বংশের রাজা এবং ধীরললিত শ্রেণীভূক্ত। সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ-উভয় জাতীয় শৃঙ্গার রস নাটিকাতে মৌলরসরূপে উপস্থাপিত হবে।

"তত্র বস্তু প্রকরণান্নাটকান্নায়কো নৃপঃ।
প্রখ্যাতঃ ধীরললিতঃ শৃঙ্গারোহঙ্গী সলক্ষণঃ"।।(৯)

এইভাবে নাটিকাতে প্রকরণ ও নাটকের লক্ষণের মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। এই সংকর জাতীয় রূপককে ধনিক প্রকরণিকা বলেও মানতে রাজী নয়। কারণ বিষয়বস্তু ও নাটকীয় পাত্র ছাড়া এদের মধ্যে আর বিশেষ স্বতন্ত্র ভেদ নেই। অঙ্ক সংখ্যা, নাটকীয় পাত্র-পাত্রী প্রভৃতির ভেদবশতঃ যদি প্রকরণিকাকে রূপকের পৃথকভেদ রূপে স্বীকার করা হয়, তাহলে নায়ক, নায়িকা, রস, বৃত্তি, সন্ধি প্রভৃতির ভিন্নতাবশতঃ রূপকের অসংখ্য ভেদ স্বীকার করতে হয়, যা আদৌ অভিপ্রেত নয় ।

বস্তুতঃ নাটিকা হল ত্রোটক প্রভৃতির ন্যায় উপরূপক শ্রেণীভূক্ত দৃশ্যকাব্য। তবুও দশরূপকার ধনঞ্জয় নাটিকাকে রূপকের শ্রেণীভূক্ত করে তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। নাটিকার বিষয়বস্তু হবে কবিকল্পিত, স্ত্রীচরিত্র বহুল এবং চার অঙ্কবিশিষ্ট

স্ত্রীপ্রায়চতুরঙ্কাদিভেদকং যদি চেষ্যতে।
একদ্বিত্র্যঙ্কপাত্রাদিভেদেনানন্তরূপতা (১০)

এর বৃত্তি হবে কৈশিকী-

"কৈশিক্যঙ্গৈশ্চতুর্ভিশ্চ যুক্তাঙ্কৈরিব নাটিকা" (১১)

নর্ম, নর্মস্ফিজ, নর্মস্ফোট এবং নর্মগর্ভ –কৈশিকী বৃত্তির এই চারটি অঙ্গ নাটিকার চার অঙ্কে যথাক্রমে সন্নিবিষ্ট হবে। এখানে বিমর্ষ বা অবমর্শ সন্ধির অবকাশ থাকবে খুবই অল্প।

এছাড়াও নাটিকার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন নাটিকার দুজন নায়িকার মধ্যে জ্যেষ্ঠা নায়িকা হলেন দেবী বা প্রধানা রাজমহিষী। তিনি রাজকুল সম্ভূতা, প্রগল্‌ভা, গম্ভীরা এবং মানিনী। কনিষ্ঠা নায়িকা রাজবংশ জাতমুগ্ধা, দিব্যা এবং সুন্দরী কোন রাজকন্যা।

দেবী তত্র ভবেজ্‌জ্যেষ্ঠা প্রগল্‌ভা নৃপবংশজা।
গম্ভীরা মানিনী কৃচ্ছ্রাত্তদ্বশান্নেতৃসঙ্গমঃ।
নায়িকা তাদৃশী মুগ্ধা দিব্যা চাতিমনোহরা।। (১২)

রাজান্তঃপুরের সঙ্গে এইকনিষ্ঠা নায়িকার কোননা কোনভাবে সম্বন্ধবশতঃ তিনি অন্তঃপুরেই স্থান লাভ করবেন। সঙ্গীত বা নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি নায়কের শ্রুতিগোচর এবং দৃষ্টিগোচর হবেন। প্রথমদর্শনেই উভয়ের অনুরাগ উন্মেষিত হলেও নায়ক-নায়িকার এই নবানুরাগের প্রধান অন্তরায় হবেন প্রধানা মহিষী। দেবীর অগোচরে উভয়ের অবরুদ্ধ প্রেম উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হবে। অবশেষে জ্যেষ্ঠা নায়িকার আনুকূল্যে নায়ক-নায়িকার ঈপ্সিত মিলন ঘটবে। তাই দশরূপকের তৃতীয় প্রকাশে বলা হয়েছে-

"অন্তঃপুরাদিসম্বন্ধাদাসন্না শ্রুতিদর্শনৈঃ।
অনুরাগো নবাবস্নেহা নেতুস্তস্যাং যথোত্তরম্।।
নেতা যত্র প্রবর্তেত দেবীত্রাসেন শঙ্কিতঃ"। (১৩)

তবে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ নাটিকাকে উপরূপকের শ্রেণীভূক্ত করেন। কিন্তু ধনঞ্জয় নাটিকার কোন উদাহরণ দেন নি। সাহিত্যদর্পণে উদাহরণ স্বরূপ রত্নাবলী এবং 'বৃদ্ধশালভঞ্জিকা'র নাম উল্লিখিত হয়েছে। শ্রীহর্ষদেব রচিত রত্নাবলীর নায়ক রাজা উদয়ন ধীরললিত এবং কলারসিক। জ্যেষ্ঠা নায়িকা বাসবদত্তা নৃপবংশজা, প্রকৃতিকে তিনি গম্ভীরা, প্রগল্‌ভা এবং মানিনী। রাজকন্যা সাগরিকা উদয়নেরই অন্তঃপুরে আশ্রিতা। তিনিই কনিষ্ঠা নায়িকা । প্রকৃতিতে তিনি মুগ্ধা ও রমনীয়া। নায়ক-নায়িকার মিলনের ক্ষেত্রে দেবী বাসবদত্তা প্রধান অন্তরায় হলেও অবশেষে তাঁরই আনুকূল্যে উদয়নও সাগরিকার মিলন সংঘটিত হয়েছে।

অতএব সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মালতীমাধব যে প্রকরণ শ্রেণীর রূপক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র প্রকরণের বৃত্তকে কবিকল্পনা প্রসূত বলে স্বীকার করেন-

"যত্র কবিরাত্মবুদ্ধয়া বস্তু শরীরংচ নাটকং চৈব।
ঔৎপত্তিকং প্রকুরুতে প্রকরণমেতদ্ বুধৈর্জ্ঞেয়ম্। । (১৪)

প্রাকরণিক বৃত্তান্তের একটি অন্য মুখ্য বিশেষতা হল লোকসংশয়। আচার্য ধনিক তাঁর

বৃত্তিতে লোকসংশয়ের অর্থ করেছেন অনুদাত্ত।

"অর্থপ্রকরণেবৃত্তমুৎপাদ্যংলোকসংশ্রয়ম্"। (১৫)

অর্থাৎ নাটকের উদাত্ত, যা অসামান্য বস্তু থেকে ভিন্ন, আর প্রকরণের বস্তু লৌকিক চাল-চলনের সামান্য জীবনচিত্র। প্রকৃতপক্ষে লোকসংস্কৃত বস্তুর বৈশিষ্ঠের রূপে গতিশীল লোকজীবনে কিছু রুঢ়িমুক্ত সামাজিক চিত্রের কলাত্মক চিত্র অঙ্কিত হয়। কিন্তু বিশেষভাবে প্রাপ্ত প্রকরণে কেবল মৃচ্ছকটিকের নাম পাওয়া যায়। প্রকরণের বিষয়বস্তুকে 'উৎপাদ্য 'ধরলে কথা ইতিহাসাদি বস্তুর অন্তর্ভাব হয় না-এইদৃষ্টিতে 'মৃচ্ছকটিক' এবং 'মালতীমাধব 'কোনটিই প্রকরণের সংজ্ঞা হবে না। মৃচ্ছকটিকে যে গোপাল এবং পালকের চর্চা রয়েছে, তা ৫০০ খ্রিস্টীয় পূর্বাব্দের ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন। চারুদত্ত এবং বসন্তসেনার প্রণয় জীবনের উপর গুণাঢ্যের বৃহৎকথায় নিবন্ধ কুমুদিকা এবং রুপনিকার প্রণয়কাহিনীর ছায়া পরিলক্ষিত হয় মালতীমাধবের কথাবস্তু পরীক্ষা করলে স্পষ্ট হবে যে, এর কাহিনীর রচনা বিধানে বৃহৎকথার কিছুটা অংশের চিত্র স্পষ্ট। অতএব একথা স্পষ্ট যে, প্রকরণের আধিকারিক বস্ত্ত রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি থেকেই প্রসিদ্ধ, যা ঐতিহাসিক কথাবস্তুর উপজীব্য নয়।

নাট্যদর্পণকার প্রকরণ সম্পর্কে বলেছেন—

"প্রকর্ষেণ ক্রিয়তে কল্প্যতে নেতা ফলং বস্ত্ত বা সমস্তব্যস্ততয়াহত্রেতি প্রকরণম্"।

এখানে নেতা, ফল, বস্তুর প্রকৃষ্টরূপে কল্পনার অভিপ্রায় যা কিছু আছে, প্রকরণের মূলপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য তার প্রকল্পিত স্বরূপ হয়। আসলে এতে প্রাচীন কথাকাহিনীর কিঞ্চিৎ ছায়া পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ আনুপাতিক হারে নাটকের প্রখ্যাত বস্তুতে উৎপাদ্যের গ্রহণ করতে হয়, একই অনুপাতে প্রকরণের উপপাদ্য কল্পিত বস্তুতে প্রখ্যাতের অন্তর্ভাব হয়-এতে অশাস্ত্রীয় অথবা নাটকীয় মর্যাদার অতিক্রমণ অস্বীকৃত হয়।

প্রকরণের অপর মুখ্য বিশেষত্ব হল এর ক্লেশাঢ্য তা, বা ক্লেশ প্রাধান্য-

"দাসশ্রেষ্ঠিবিটর্যুক্তং ক্লেশাঢ্যং তচ্চ সপ্তধা।

যে নাটক উদাত্ত ভাব ভূমি বিশিষ্টতা ক্লেশ থেকে বর্জিত নয়, কিন্তু ক্লেশ প্রায়শই সহজ সরল হয় এবং সুখ সংগতিতে তা চলমান। অপর পক্ষে যদি নাটকে আনন্দ ভাবের প্রধানতা থাকে, তাহলে প্রকরণে থাকবে দুঃখভাব। প্রকরণের সুখভাব এবং দুঃখভাব পরিদৃষ্ট হয়-চারুদত্ত এবং মাধব অথবা বসন্তসেনা এবং মালতীর প্রণয় জীবনে আদ্যন্ত বিঘ্নের উদ্দাম শৃঙ্খলায় যা ক্লেশের ব্যঞ্জক।

অতএব প্রকরণের বস্তু প্রকৃতির যে সংক্ষিপ্ত তা নিরূপিত হয়েছে, তাতে নাটক এবং প্রকরণের বস্তুগত আধার তত্ত্বের সামান্য পরিচয় উপলব্ধ হয়। নিশ্চয় প্রকরণের নাটকীয় উদাত্ত রূঢ়িবদ্ধতা থেকে মুক্ত হলে অন্তঃপুরের রোমান্স থেকে দূরহবে লোকজীবনের কিছু চিত্র, যা ভারতীয় জীবনের

অকৃত্রিম স্পন্দন জাগরিত হবে। এইমতে প্রকরণের পাত্র আধুনিক পাঠক বা দর্শকের কাছের মানুষ। শাস্ত্রীয় মর্যাদা রেখেও লোকজীবনের গৌরব গীতিই গাওয়া হয়েছে। প্রকরণের পাত্র-পাত্রী প্রকৃত অর্থে 'সামাজিক' না হয়েও তাদের অসামাজিক বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। দুষ্যন্তও মাধব নিজের মত করে তাদের নায়িকাদের প্রতি প্রেম নিবেদন করেছে, সেখানে প্রথম পক্ষে সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছলনা, লাম্পট্যও তাচ্ছিল্য প্রকাশিত । অন্যপক্ষে নিম্নবর্গের সরলতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও উদারতা প্রতিভাত। মাধবের মনের এই সারল্যতাকে আমাদের কাছের মানুষ করে তোলে।

**তথ্যসূত্র-**

1. সাহিত্যদর্পণ- উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬/২২৪-২২৫
2. নাট্যশাস্ত্র – আচার্য ভরত , ১৮/৪৭
3. তদেব -১৮/৪৮-৪৯
4. সাহিত্যদর্পণ- হারিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ কৃত টীকা
5. তদেব- উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬/২২৬
6. দশরূপক- ধনিক কৃত টীকা ,প্রকরণাংশ
7. নাট্যশাস্ত্র – এম.এম. ঘোষ, ২২পরিচ্ছেদ, উক্তি ৪৭
8. নাট্যশাস্ত্র – আচার্য ভরত , ১৮/৪৯
9. দশরূপক-ধনঞ্জয় ,৩য় প্রকাশ ,৪৩ শ্লোক
10. দশরূপক-ধনঞ্জয় ,৩য় প্রকাশ , ৪৪,৪৫ শ্লোক
11. দশরূপক-ধনঞ্জয় ,৩য় প্রকাশ ,৪৮ শ্লোক
12. দশরূপক-ধনঞ্জয় ,৩য় প্রকাশ , ৪৫,৪৬ শ্লোক
13. দশরূপক-ধনঞ্জয় ,৩য় প্রকাশ, ৪৭,৪৮ শ্লোক
14. নাট্যাশাস্ত্র – আচার্য ভরত, ২০/৪৯
15. ১৫)দশরূপক- ধনঞ্জয় ,৩য় প্রকাশ, ৩৯ শ্লোক

**গ্রন্থসূচী**


1. আইয়ার, টি .আর. রত্নম - 'উত্তররামচরিতম্', নির্ণয়সাগর প্রেস, মোম্বাই, দশম সংস্করণ, ১৯৪৯
2. কারমারকার, আর. ডি - 'মালতীমাধবম্', আর্যভূষণ প্রেস, পুণা, ১৯৩৫
3. কালে, এম, আর - 'মালতীমাধবম্', মোতিলাল বারাণসীদাস, তৃতীয় সংস্করণ, দিল্লী, ১৯৬৭
4. তেলাঙ, মঙ্গেশরামকৃষ্ণ - 'মালতীমাধবম্', নির্ণয়সাগর প্রেস, প্রথম সংস্করণ, বোম্বাই, ১৮৯২
5. ত্রিপাঠী, ব্রজভূষণ - 'ভবভূতি কি কাব্যভাষা কা শৈলী (রীতি) বৈজ্ঞাণিক অধ্যয়ন', সম্পূর্নানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৯৮
6. দাসগুপ্ত, এস. এন.- 'হিস্টিরি অফ সংস্কৃত লিটারেচার' (ক্লাসিক্যাল) ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি, ১৯৬২
7. দাস, করুণাসিন্ধু- 'সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের রূপরেখা', সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ
8. বন্দোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন - 'সাহিত্যদর্পণ', সদেশ, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা ২০১২
9. বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়- 'সাহিত্যদর্পণ', সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৮